জাপানী গল্প ইনামুরা নো হি অবলম্বনে

সুনামি সচেতনতায় ছোটদের গল্প

আমরাও গোহি হব

বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রবণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই এই দেশ বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড়, খরা, শৈত্য প্রবাহ এবং ভূমিকম্পের মত বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমূহের জন্য ঝুঁকিপ্রবণ। বাগেরহাট জেলার শ্মরণখোলা থেকে কক্সবাজারের টেকনাফ পর্যন্ত এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চল বিস্তৃত। এদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় সুনামি সম্পর্কে একেবারেই অনভিজ্ঞ। এমতাবস্থায় সুনামি সম্পর্কে এ দেশের জনগণকে সচেতন করার জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমাদের বিশ্বাস এ দেশের জনগণকে সুনামি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দিতে এই বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট সুনামি ও বাংলাদেশে তার প্রতিক্রিয়া

আমরা জানি গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট সুনামির কারণে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ শ্রীলংকা, মালদ্বীপ এবং ভারতে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে উল্লেখিত দেশগুলোতে প্রায় দুই লক্ষ মানুষ মারা যায়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও এই ঘটনাটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে, যা বাংলাদেশের জনগণকে সুনামি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে ভীষনভাবে আগ্রহী করে তোলে। এমনই পরিস্থিতিতে বাংলা ১৪১১ সালের মাঘ মাসের সকাল। কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার করাচিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিক্ষিকা শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে লক্ষ্য করলেন, ছাত্র/ছাত্রীরা চিন্তিতভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ব্যস্ত।

একজন হামাগুচি গোহি এবং সুনামি থেকে গ্রামবাসীকে বাঁচাতে তার অবদান

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। হিরোমুরা পশ্চিম জাপানের উপকূলীয় অঞ্চলের একটি গ্রাম। বর্তমানে এই গ্রামটি হিরোকাওয়া শহর। এই গ্রামে হামাগুচি গোহি নামে একজন বসবাস করতেন। ব্যক্তি জীবনে হামাগুচি গোহি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী। তার ধন-সম্পদও ছিল প্রচুর। গ্রামবাসি তাকে গ্রামের প্রধান হিসাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। উপকূল সংলগ্ন পাহাড়ের উপরে তার বাড়ি ছিল। ১৮৫৪ সালে পশ্চিম জাপানের উপকূলীয় অঞ্চলে একটি সুনামি আঘাত করে। এই সুনামি হামাগুচি গোহিকে জাপানসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাছে অত্যন্ত পরিচিত করে তোলে।

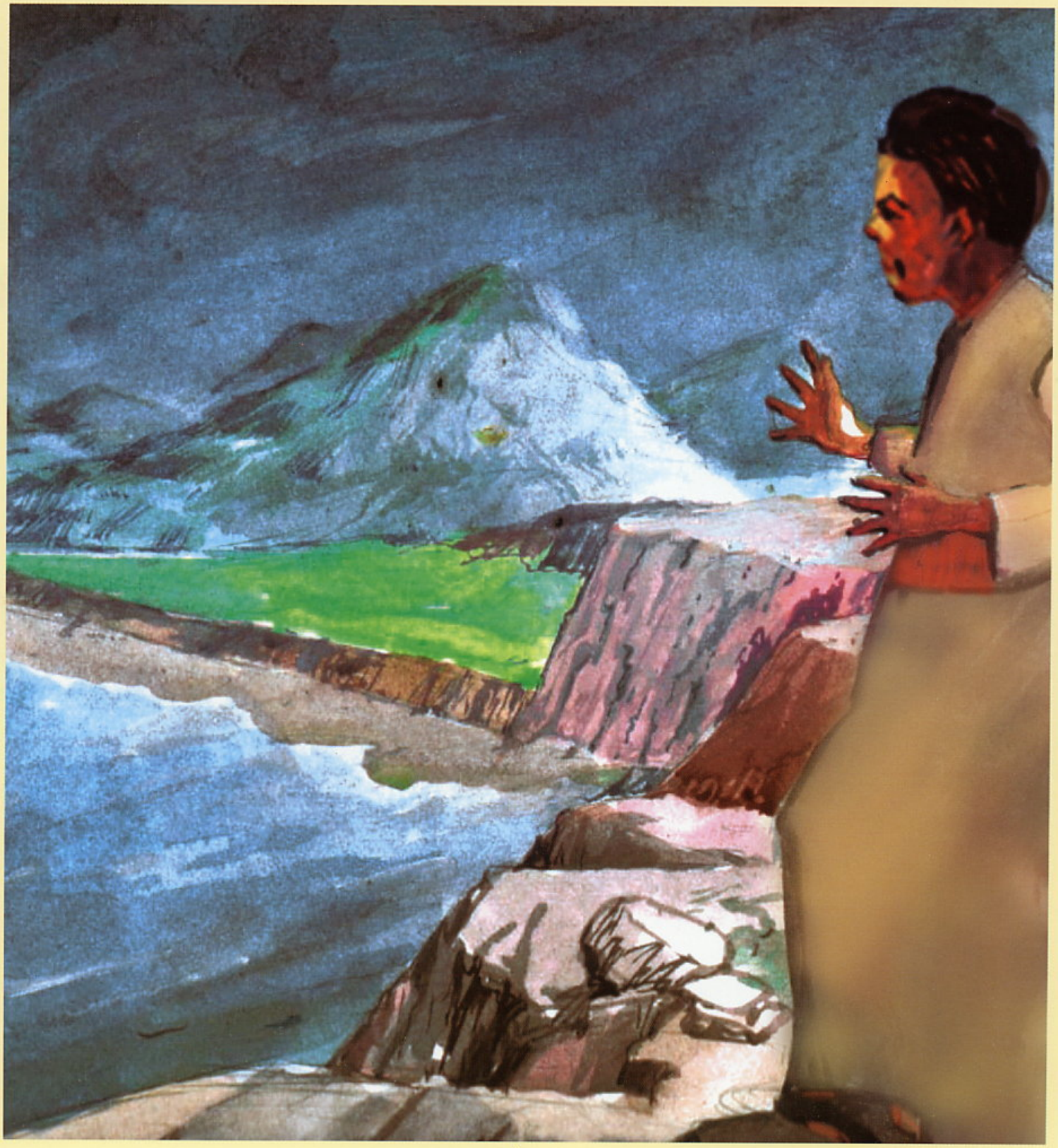

সেই দিনটি ছিল শরতের সন্ধ্যা। হামাগুচি গোহি বাড়িতে থাকা অবস্থায় অনুভব করলেন সমস্ত দুনিয়াটা যেন কেঁপে উঠল। তার জীবনে ভূমিকম্পের এত তীব্রতা এর আগে কখনও অনুভব করেননি।

গ্রামের মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবে গোহি বিচলিত হয়ে পরলেন। ক্ষয়-ক্ষতির আশংকায় তিনি গ্রামের দিকে তাকিয়ে অবস্থা বোঝার চেষ্টা করলেন। তিনি দেখলেন গ্রামের সব মানুষ নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপনের প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত।

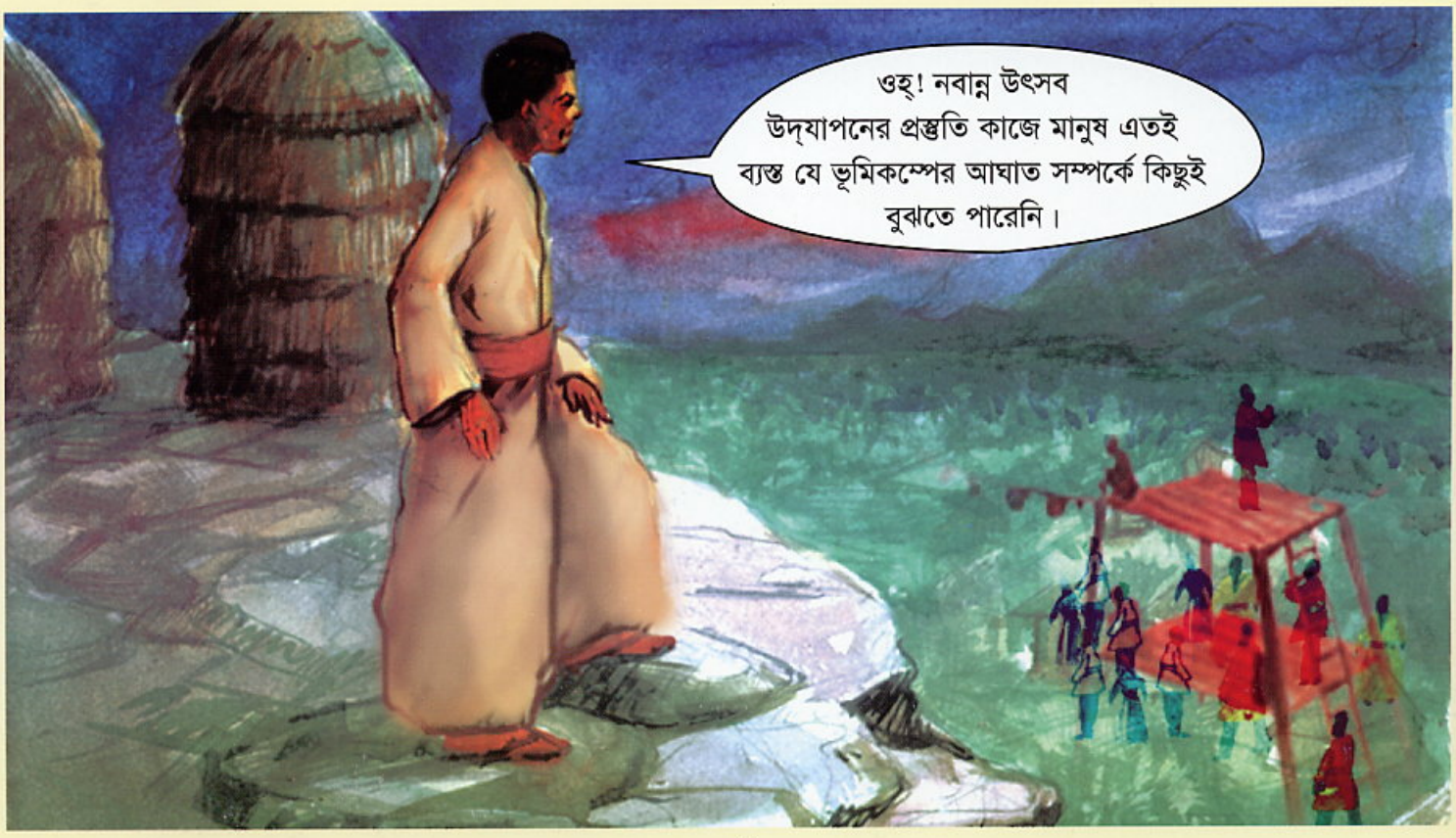

গোহি গ্রামের দিক থেকে সাগরের দিকে নজর ফেরালেন। বিস্তীর্ণ বেলাভূমি জুড়ে ব্যাপক নুরি পাথর দেখে তিনি আশ্চর্য হলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, বাতাস সাগরের দিক থেকে উপকূলের দিকে ছুটে আসছে। অথচ পানি দ্রুত বিপরীত দিকে সরে যাচ্ছে আর সেই সাথে প্রশস্ত হচ্ছে বেলাভূমি।

কিভাবে গ্রামের মানুষকে দ্রুত সতর্ক করা যায় তার উপায় খুঁজে বের করতে গোহি চিন্তিত হয়ে পরলেন। বাড়ির উঠানে পালা দিয়ে রাখা ফসলের গাদাগুলোতে নজর পরতেই মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে গেল।

এক মূহূর্ত দেরি না করে গোহি দৌড়ে বাড়ির ভিতরে গিয়ে একটি জ্বলন্ত মশাল হাতে ফিরে এলেন এবং এক এক করে ফসলের গাদাগুলোতে আগুন দিতে শুরু করলেন।

সেদিন গোহির একমাত্র কম বয়সী নাতি টাডা ছাড়া বাড়িতে আর কেউই ছিল না। টাডা দাদার অদ্ভূত আচরণে আশ্চর্য হয়ে দাদার পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল।

দুর থেকে গোহির বাড়িতে আগুনের লেলিহান শিখা ও ধোঁয়া দেখে একটি মন্দির থেকে ঘন্টা বাজিয়ে আগুনের বিপদবার্তা প্রচার করতে লাগল -

সাগর থেকে ছুটে আসা বাতাসের কারণে কিছুক্ষণের মধ্যে ফসলের গাদাগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আর সে আগুনের লেলিহান শিখা ও ধোঁয়া গ্রামের সকল মানুষের নজরে আসতে বাকি রইল না -

গোহি উদগ্রীব চোখে অস্থিরভাবে লক্ষ্য করলেন গ্রামবাসী পাহাড়ে তার বাড়ির দিকে ছুটে আসছে।

অবশেষে কয়েকজন যুবক প্রথমে তার বাড়ির আঙ্গিনায় পৌছিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করল -

গোহির নির্দেশ পাওয়ামাত্র কয়েকজন গ্রামবাসীকে সতর্ক করার জন্য ছুটে গেল -

বিপদের খবর পেয়ে গ্রামের সব মানুষ পাহাড়ে গোহির বাড়িতে আসতে শুরু করল। গোহি আগত গ্রামবাসীদের গুনতে থাকলেন। গ্রামবাসী জ্বলন্ত আগুন আর গহির আচরণ দেখে অবাক হয়ে গেল। রহস্য চেপে না রাখতে পেরে একজন বলেই বসল---

গহি তখন আঙ্গুল উঁচিয়ে ইশারা করে সবাইকে সাগরের দিকে লৰ্য করতে বললেন। সমুদ্রকে তখন মনে হচ্ছিল অনেক দুরে সরে গেছে। সেই সাথে সমুদ্রকে অস্বাভাবিক ক্লান্ত, বিষন্ন ও মৃতপ্রায় দেখাচ্ছিল।

হঠাৎ করেই যেন পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করল। মৃতপ্রায় সাগর হঠাৎ করেই ফুঁসে উঠে বড় ঢেউ সৃষ্টি করে ঘাতকরূপে উপকূলের দিকে ছুটে আসতে শুরু করল।

মুহূর্তের মধ্যে সাগর বিধ্বংসী রূপ ধারণ করে উঁচু প্রাচীর সমান ঢেউ নিয়ে উপকূলে আঘাত করলো। জলোচ্ছ্বাসের উন্মাদনা মেঘের মত সমস্ত গ্রামকে ঢেকে ফেলল। আকস্মিক এই ঘটনায় সকল গ্রামবাসী হতভম্ভ হয়ে গেল। কিছু বুঝে উঠার আগেই তাদের চোখের সামনে মুহূর্তের মধ্যে সাগরের এই ভয়াল রূপ সমস্ত গ্রামকে লণ্ডভণ্ড করে দিল। অসহায় গ্রামবাসীর পক্ষে তাদের ঘর-বাড়ি ভাসিয়ে নেয়ার মর্মান্তিক দৃশ্য দেখা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

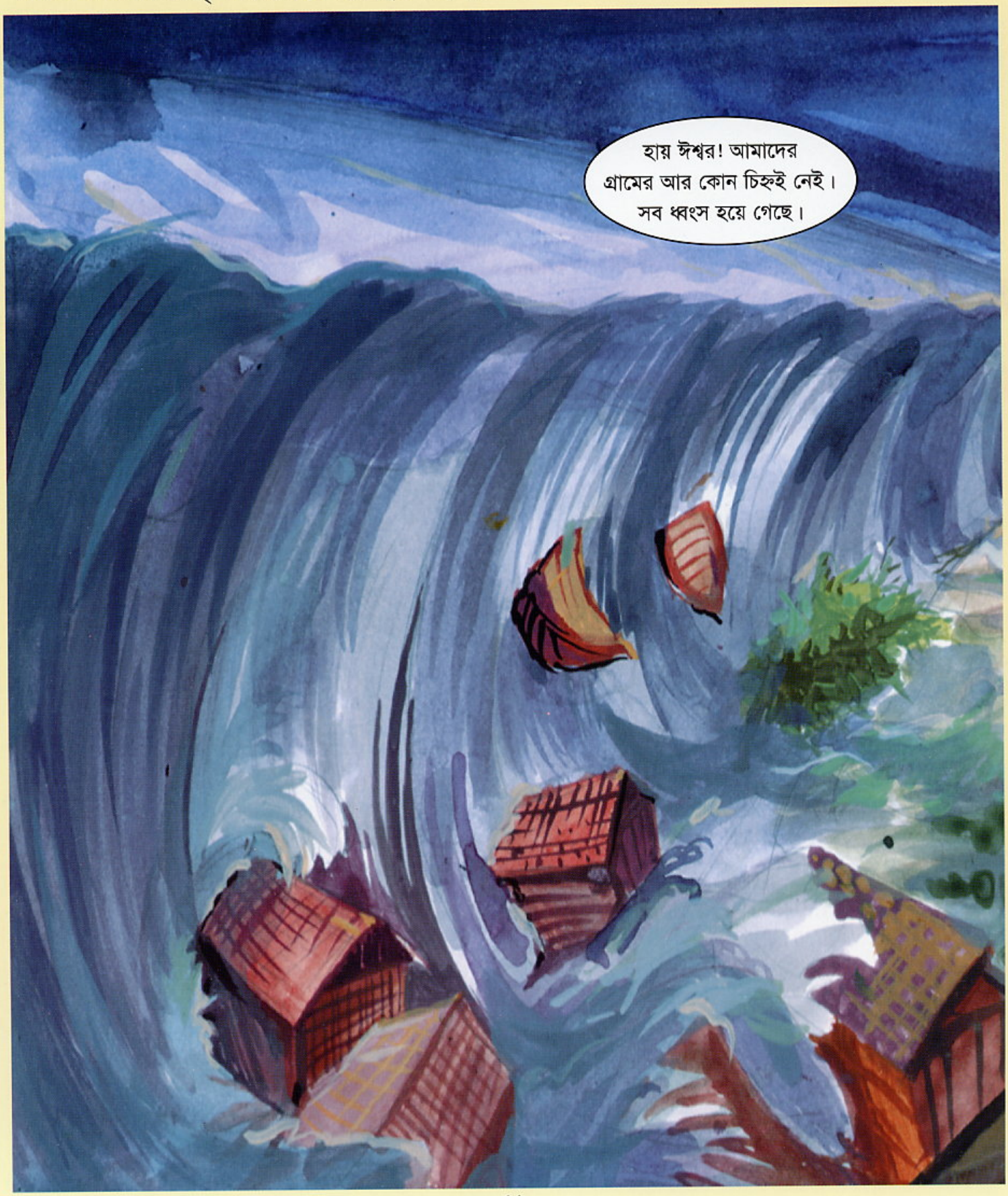

ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রামের কারও আর বুঝতে বাকি রইল না গোহি কেন তার ফসলের গাদায় আগুন দিয়েছিলেন। এই আগুনই তাদের জীবন রক্ষা করেছেন।

সেই অসহায় অবস্থা থেকে স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফিরে আসতে গ্রামবাসীর অনেকদিন সময় লেগেছিল। গ্রাম পূনর্গঠনের পরে গ্রামবাসী সেখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। গোহির মহানুভবতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গ্রামবাসী মন্দিরটি তার নামে উৎসর্গ করে। আজও সেই মন্দির কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ আজো শ্রদ্ধাচিত্তে গোহির সেই কীর্ত্তিকে স্মরণ করে। আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, তারাও যেন গোহির আদর্শে দীক্ষিত হয়ে মানবতার সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে পারে।

গল্প থেকে শিক্ষা

গল্প শেষে শিক্ষিকা লক্ষ্য করলেন ছাত্র-ছাত্রীদের চেহারা থেকে ভয়ের ভাব অনেকটাই কেটে গেছে, তাদের মুখে তখন খুশির ঝিলিক। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করলেন -

সুনামি হচ্ছে জাপানি নাম। যার অর্থ হঠাৎ সাগরে সৃষ্টি হওয়া বড় ঢেউ। সাধারণতঃ ভূমিকম্পের কারণে সাগরে এই ঢেউ সৃষ্টি হয়।

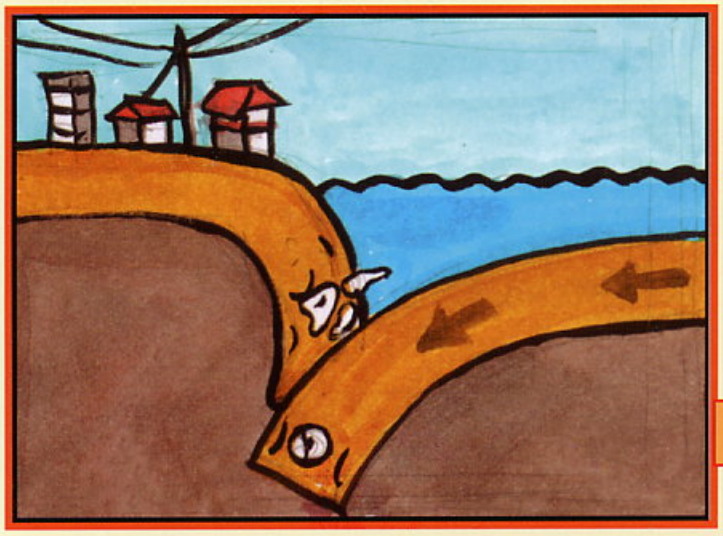

একটা বড় ভূমিকম্পের পরে সুনামির সম্ভাবনা থাকে, যদি সেই ভূমিকম্পটা সাগরে সৃষ্টি হয়।

বাতাস যদি সাগর থেকে উপকূলের দিকে আসে আর সাগরের পানি যদি উল্টো দিকে সরে যেতে থাকে তবে তা সুনামির পূর্ব লক্ষণ।

সুনামির ঢেউএর গতি বিমানের গতির থেকেও বেশি।

সাধারণত সুনামির ঢেউ একাধিক হয়ে থাকে। প্রথম ঢেউটি খুব একটা বড় না হলেও পরেরগুলো ধ্বংসাত্মক আকারের হয়ে থাকে।

সুনামির সম্ভাবনা থাকলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে।

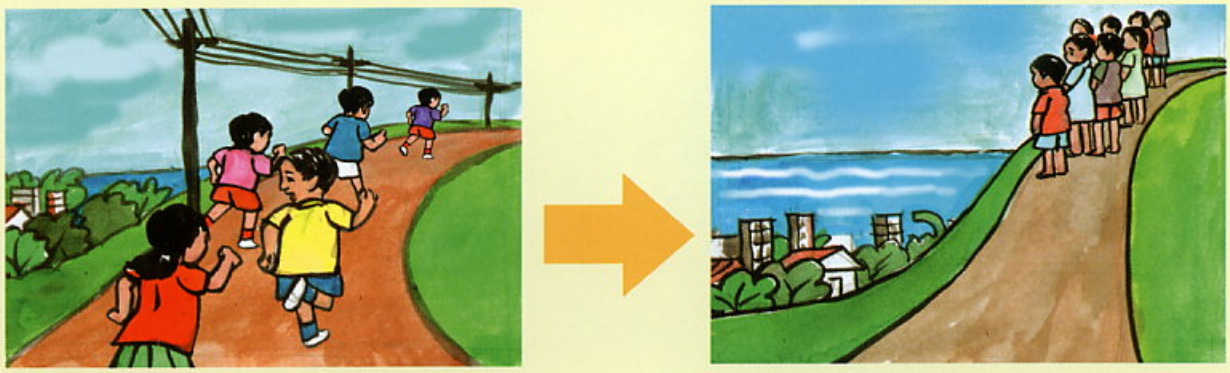

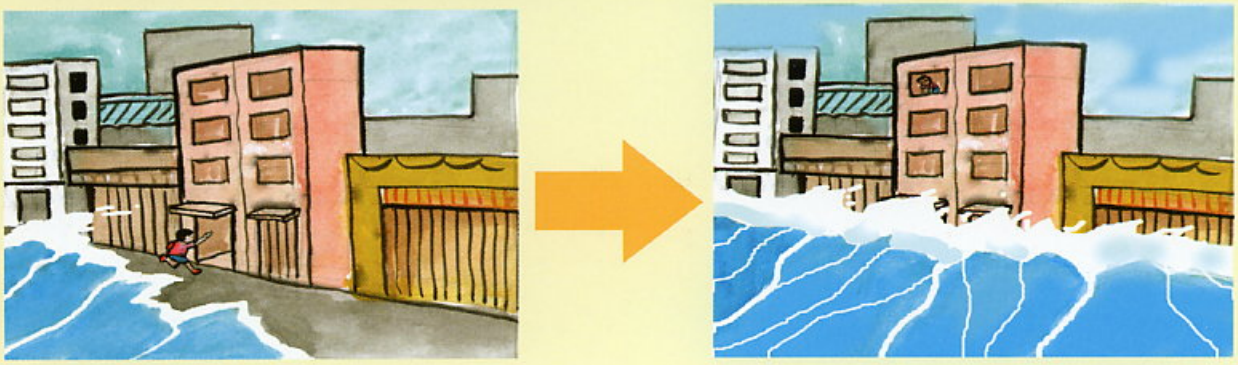

Produced by:

Bangladesh Disaster Preparedness Center (BDPC)
বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস্ সেন্টার (বিডিপিসি)

Asian Disaster Reduction Response Network (ADRRN)
এশিয়ান ডিজাস্টার রিডাকশন রেসপন্স নেটওয়ার্ক (এডিআরআরএন)

Asian Disaster Reduction Center (ADRC)
এশিয়ান ডিজাস্টার রিডাকশন সেন্টার (এডিআরসি)

Supported by:

Government of Japan
গভর্ণমেন্ট অব জাপান

রূপান্তরঃ শিরীণ খান, সমন্বয়ঃ বি এম এম মাজহারুল হক, বাংলা অনুবাদঃ মলয় চাকী
অলংকরণঃ চঞ্চল, লিটন, ভিজ্যুয়াল আর্ট ফর ডেভেলপমেন্ট, প্রকাশকালঃ মে ২০০৫

যোগাযোগের জন্যঃ বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস্ সেন্টার (বিডিপিসি), বাড়ি- ৫২, সড়ক- ১৩/সি, ব্লক- ই, বনানী, ঢাকা- ১২১৩, ফোনঃ ৮৮১৫০৭৪, ৮৮১৬২৯৬, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৮১০২১১, ই- মেইলঃ bdpc@glinktel.com